Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# কুরবানির ইতিহাস ও এর মাসআলা মাসায়েল


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা : রুকাইয়া আকতার

রোলঃ 2280211222309


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## কুরবানির ইতিহাস ও এর মাসআলা মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা : রুকাইয়া আকতার

রোলঃ 2280211222309

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরবানির ইতিহাস ও এর মাসআলা মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা : রুকাইয়া আকতার, আইডিঃ 2280211222309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরবানির ইতিহাস ও এর মাসআলা মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রুকাইয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**মোছা : রুকাইয়া আকতার**

আইডিঃ 2280211222309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র


কুরবানির পরিচয় :........................................................................................5

কুরবানি কি? ...........................................................................................7

কুরবানির ইতিহাস:......................................................................................7

স্বপ্নযোগে আল্লাহ তায়ালা আদেশ :...................................................................10

কোরবানি বানচালে শয়তানের ষড়যন্ত্র :............................................................11

কুরবানির প্রস্তুতি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান :............................................12

কুরবানির গুরুত্ব ও ফজিলত :..........................................................................14

কুরবানির প্রকারভেদ :..................................................................................15

কুরবানির নেসাব : .......................................................................................16

কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্ত :........................................................................17

কুরবানির মেয়াদ :........................................................................................17

কুরবানির উত্তম সময় : .................................................................................18

বিভিন্ন মাজহাবে কুরবানি :............................................................................19

ইসলাম বিদ্বেষিদের অর্থনৈতিক প্রশ্ন ও জবাব :..................................................20

কুরবানির পশুর বয়স :..................................................................................22

পশুর যেসব ত্রুটি থাকলে কুরবানি জায়েজ হবেনা :...........................................23

পশু জবাইয়ের সুন্নত পদ্ধতি :.........................................................................24

কুরবানির পশু থেকে উপকৃত হওয়ার বিধি-বিধান :............................................26

কুরবানির গোশতের আহকাম :.......................................................................27

কুরবানির পশুর চামড়ার আহকাম :..................................................................28

কুরবানির চামড়া সংক্রান্ত মাসয়ালা :..............................................................29

শরীকানা কুরবানি :.....................................................................................30

কাযা কুরবানি আদায়ের বিধান :.....................................................................31

## কুরবানির পরিচয় :

কুরবানি/কোরবানি আরবি করব বা কুরবান (قربان বা قرب) শব্দটি উর্দু ও ফার্সিতে (قرباني) কুরবানি নামে রূপান্তরিত।

কুরবানি অর্থ হলো নৈকট্য বা সান্নিধ্য,  ত্যাগ, উৎসর্গ, বিসর্জন ইত্যাদি। কুরআনে এর একাধিক সমার্থক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

১. نسك (নুসকুন) অর্থে -

নুসক শব্দটি কোরআনে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এবাদত, কোথাও আনুগত্য অর্থে। তবে নিচের আয়াতগুলোতে কোরবানি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে -

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ

বলো, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব' ( সুরা আনআম, আয়াত ১৬২)

فَمَنۡ کَانَ مِنۡکُمۡ مَّرِیۡضًا اَوۡ بِہٖۤ اَذًی مِّنۡ رَّاۡسِہٖ فَفِدۡیَۃٌ مِّنۡ صِیَامٍ اَوۡ صَدَقَۃٍ اَوۡ نُسُکٍ ۚ

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয় তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কোরবানি করবে। ( সুরা বাকারা, আয়াত ১৯৬)

وَ لِکُلِّ اُمَّۃٍ جَعَلۡنَا مَنۡسَکًا لِّیَذۡکُرُوا اسۡمَ اللّٰہِ عَلٰی مَا رَزَقَہُمۡ مِّنۡۢ بَہِیۡمَۃِ الۡاَنۡعَامِ ؕ

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুস্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সুরা হজ, আয়াত ৩৪)

২.نحر (নাহরুন) অর্থে -

فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انۡحَرۡ

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (সুরা কাউসার, আয়াত ২)

একারণে কুরবানির দিনকে يوم النحر বলা হয়।

৩. منسك (মানসাক) -

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানির বিধান রেখেছি। (সুরা হজ, আয়াত ৩৪)

বেশিরভাগ মোফাসিরের মতে, এখানে 'মানসাক' দ্বারা কুরবানি বোঝানো হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসির লেখেন -

يُخْبِرُ تَعاَ لَي اَنَّهُ لَمْ يَزَلْ ذَبْحُ الْمَنَا سِكِ وَ إِرَا قَةُ الدِّمَاءِ عَلٰي اِسْمِ اللهِ مَشْرُوْعًا فِ جَمِيْعِ الْمِلَلِ

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা খবর দিচ্ছেন, আল্লাহর নামে কোরবানি করা ও রক্ত প্রবাহ করা প্রত্যেক ধর্মেই বিধিসম্মত ছিলো।

৪. ضحية/ اضحية (আজহিয়্যা/ জাহিয়্যা) -
মোল্লা আলি কারি আল্লামা তিব্বি থেকে বর্ণনা করেন -
قَالَ الطِّيْبِيُّ : اَلْأُضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰي وَجْهِ الْقُرْبَةِ
'আজহিয়্যা' বলা হয় ওই প্রাণীকে, যা জিলহজের দশ তারিখে এবাদতের নিয়তে জবাই করা হয়।

জামালুদ্দিন ইবনে মনজুর আকরিমি বলেন -
اَلضَّحِيَّةُ اَلشَّاةُ الَّتِي تُذ بَحُ ضَحْوَةً
'জাহিয়্যা' বলা হয় ওই বকরিকে যা চাশতের সময় জবাই করা হয়।

মুন্তাহাল আরব এ এসেছে -
ضَحِيَّةٌ كَسَفِيَّةٍ كَو سيند قُرْبَانِي
'জাহিয়্যা' শব্দটি সাফিয়্যা শব্দের মতো উচ্চারিত। অর্থ হচ্ছে কোরবানির বকরী।

# কুরবানি কি?

একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের জন্য নির্দিষ্ট দিনে (১০,১১ অথবা ১২ ই জিলহজ্জ), নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পশু যবেহ করাকে কুরবানি বা উযহিয়্যা বলে।

# কুরবানির ইতিহাস:

সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকেই কুরবানির বিধান চালু ছিলো। আদিপিতা হযরত আদম আলাইহিসসালাম এর দুনিয়ায় আগমন এবং পৃথিবীতে মানুষ বিস্তারের সময় থেকেই কোনো হালাল প্রাণী জবাই করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার শরয়ী বিধান চলে আসছে। হযরত আদম আলাইহিসসালাম এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মাধ্যমে কুরবানি শুরু হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে এসেছে -

اِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانًا

যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। (সুরা মায়েদা, আয়াত ২৭)

আগেকার সময়ের নিয়ম ছিলো যার কুরবানি কবুল হবে, তারটা আকাশ থেকে আগুন এসে গিলে নিতো। হাবিল একটি ভেড়া কুরবানি করে আর কাবিল কিছু শষ্য সদাকা করে। হাবিলের ভেড়াটি আকাশ থেকে আগুন এসে গিলে ফেলে কিন্তু কাবিলের শষ্যদানা যথাস্থানেই রেখে যায়। এই সম্পর্কে কোরআনে বলা হয় -

بِقُرۡبَانٍ تَاۡكُلُهُ النَّارُ

এমন কুরবানী যাকে আগুন খেয়ে ফেলবে। ( সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৩)

শুধু কুরবানি নয়, আগের যুগে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে গনিমতের যে সম্পদ পাওয়া যেতো তাও আকাশ থেকে আগুন এসে খেয়ে ফেলতো আর এটিই জিহাদ কবুলের আলামত মনে করা হতো। গনিমতের মাল ভোগ করা হালাল ছিলো না কিন্তু পরবর্তীতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতেএ জন্য গনিমতের মাল ও কুরবানির পশুর খাওয়া হালাল করা হয়।

এব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ

আমার জন্যে গনিমতের মাল হালাল করে দেয়া হয়েছে। ( সহিহ বুখারী, হাদিস ৩১২২)

তখনকার সময়ের অনেক অমুসলিমরা এই অজুহাতে ইসলাম কবুলে আপত্তি করে। তারা নবিজিকে বলেন আগেকার নবিদের যুগে আকাশ থেকে আগুন এসে কুরবানি জ্বালিয়ে দিতো। তাই আমরা যতোক্ষন না এ অবস্থা দেখবো, ততক্ষন পর্যন্ত ইসলাম কবুল করবো না।
যাইহোক এখন আসি কুরবানির ইতিহাসে_
যদিও আদম আলাইহিসসালাম এর যুগ থেকেই কুরবানির বিধান চলে আসছে; কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর সময় একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে এটি এক বিশেষ আমলে পরিণত হয়। আর এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নবিজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ] এর আমলে শরিয়তে এটিকে ওয়াজিব করে দেয়া হয়। ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর ঘটানা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাওহিদের দাওয়াত দেয়ার কারণে নিজ জাতি, বাবা-মা এর কাছ থেকে বিতারিত হয়ে ফিলিস্তিনের কেনান অভিমুখে রওনা হন। তারপর স্ত্রী সারাহকে নিয়ে মিশর অতিক্রমের সময় তৎকালীন ফেরাউন তার মেয়ে হাজেরাকে সারাহ এর সঙ্গী হিসেবে দেন। পরবর্তীতে বিবি সারাহ তার সন্তান না হওয়ায় নিজেই হাজেরার সাথে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর বিবাহ দেন। এরপর বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সুসংবাদ পান। কুরআনে এসেছে -

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ۝

অতঃপর তাকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম। ( সুরা আস সফফাত, আয়াত ১০১)

এই আয়াতের তফসির থেকে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের মাধ্যমে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম কে প্রথম পুত্র ইসমাইল আলাইহিসসালাম এর সংবাদ প্রদান করেছেন। আহলে কিতাব (ইহুদি, নাসারা) দের বর্ণনা থেকে জানা যায় ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর প্রথম পুত্র জন্মের সময় তার বয়স ছিলো ছিয়াশি বছর। সন্তান জন্মের পরে প্রথম পরীক্ষা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে আদেশ প্রদান করা হয় বিবি হাজেরা এবং সন্তান ইসমাইল আলাইহিসালামকে অন্যত্র রেখে আসতে। বুড়ো বয়সে দোয়ার মাধ্যমে পাওয়া অনেক আকাঙ্খিত সন্তান ও বিবি হাজেরাকে নিয়ে শামের মতো নৈসর্গিক এলাকা ছেড়ে তিনি রওনা হন জনমানবহীন বালুকাময় হেজাজে। যেখানে কিনা বহু দূর থেকে দূরেও কোনো মানুষ ও প্রাণীর দেখা মেলে না, নেই কোনো খাবার বা পানিয়। শত কষ্ট হলেও রবের হুকুমে তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে দুধের শিশু ও বিবি হাজেরাকে নিয়ে যান জনমানবহীন এই প্রান্তরে। শুধু তাই

নয়, ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম কে আদেশ করা হয় তদেরকে রেখে শামে ফিরে যেতে। সামান্য কিছু খেজুর আর মশকে পানি রেখে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম শামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বিবি হাজেরা পিছন থেকে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন কেন আপনি আমাদেরকে এই মরুভূমির মতো জনমানবহীন প্রান্তরে একা ফেলে চলে যাচ্ছেন।

বারবার জিজ্ঞেস করার পরেও উত্তর না পেয়ে তিনি বলেন তবে কি এটা আমার রবের আদেশ।

তখন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম মাথা নাড়িয়ে উত্তর দেন হ্যাঁ এটা মহান রবের আদেশ। তিনি তখন বলেন এটা যদি রবের আদেশ হয়ে থাকে তবে আপনি ফিরে যান, সেই মহান সত্তাই আমাদেরকে রক্ষা করবে। কতটা মহীয়সী নারী হলে এমনটা করতে পারেন, দুধের শিশুসহ তার প্রানপ্রিয় স্বামী কিনা তাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছেন এক জনমানবহীন মরুভূমিতে তারপরেও তার কোনো আক্ষেপ নেই, নেই কোনো অভিযোগ অনুযোগ। পরবর্তীতে তাদের বরকতেই এই জনমানবহীন নগরী হয়ে ওঠে ''মক্কামোয়াজ্জমা' ও উম্মুলকুরা'।

## স্বপ্নযোগে আল্লাহ তায়ালা আদেশ :

একদিন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম স্বপ্ন দেখেন তিনি তার প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইল আলাইহিসালামকে জবাই করছেন।
তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, কেননা নবীগণের স্বপ্নও একপ্রকার ওহী। যেহেতু তিনি স্বপ্ন দেখেছেন তাই ধরেই নিলেন এটি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তারপর তিনি হেজাজে ফিরে গেলেন তার পুত্রের কাছে। তিনি ছেলেকে তার স্বপ্নের কথা জানালেন।
এই স্বপ্নের ব্যাপারে কোরআনে এসেছে -

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعۡىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىۡۤ اَرٰى فِى الۡمَنَامِ اَنِّىۡۤ اَذۡبَحُكَ فَانْظُرۡ مَاذَا تَرٰى

অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, ‘হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। (সুরা আস সফফাত, আয়াত ১০২)

ছেলেকে জানানোর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। ছেলে যেহেতু বড় হয়েছে এবং তাকেই জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই তার কি মতামত তাও তো জানা দরকার। পুত্র আল্লাহর আদেশ পালনে কতটা প্রস্তুত আছে, তা জানার উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রের সাথে পরামর্শ করেন।তাছাড়াও না জানিয়ে হঠাৎ জবাই করতে নিলে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে উল্টো ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। ইসমাইল আলাইহিসালাম কে জানানো এবং তার দেয়া জবাবের মাধ্যমে বোঝা যায় তিনি কতটা আল্লাহ ভিড়ু এবং ধৈর্যশালী ছিলেন। কোরআনে কারিমে ইসমাইল আলাইহিসালাম এর সেই জবাব তুলে ধরা হয়েছে -

قَالَ يٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيۡنَ
সে বলল, হে বাবা! আপনি আদিষ্ট বিষয় বাস্তবায়ন করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্য থেকে পাবেন ইন শা আল্লাহ। (সুরা সফফাত, আয়াত ১০২)

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর বুড়ো বয়সে একমাত্র সন্তানকে জবাই করা যেমন সহজ ছিলোনা, তেমনি আল্লাহ আনুগত্যে হযরত ইসমাইল আলাইহিসালাম এর নিজের জীবন সপে দেওয়াও সহজ বিষয় ছিলো না; কিন্তু তারা তা করে দেখিয়েছে। আবার তিনি বলেছেন আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন ইন শা আল্লাহ। এর মাধ্যমেও ইসমাইল আলাইহিসালাম এর বিনয়ী ভাবের প্রকাশ ঘটে। তিনি বুঝিয়েছেন এই জমিনে অনেক

ধৈর্যশীল বান্দা রয়েছে, তিনি তাদের মধ্যেই একজন নগন্য বান্দা। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর সামনে যে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, সন্তানের দৃঢ় সম্মতিতে তা কিছুটা হালকা হয়ে যায়।

## কোরবানি বানচালে শয়তানের ষড়যন্ত্র :

বাব-ছেলে যখন আল্লাহর আদেশ পালনে দৃঢ়চেতা হয়ে যায়, তখন শয়তান তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে কুমন্ত্রণা দেয়ার চেষ্টা করে। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। সে জানতো, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম যেমন ধৈর্যের পাহাড়, আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনে তিনি বিন্দুমাত্র কৃপণতা করবেন না। তাই সে প্রথমে আসে বিবি হাজেরার কাছে, কেননা স্বভাবই মেয়েদের মন খুব নরম। সে বিবি হাজেরার কাছে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, ইসমাইল কোথায়? বিবি হাজেরা বলেন, বাবার সাথে লাকড়ি কুড়াতে গেছে। শয়তান বলে, তারা লাকড়ি কুড়াতে যায়নি ইব্রাহিম তাকে জবাই করতে নিয়ে গেছে; তুমি বরং অলস-অমনোযোগী হয়ে আছো। বিবি হাজেরা মোটেও শয়তানের কথায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তখন শয়তান বলল, ইব্রাহিম আল্লাহর তরফ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। শয়তানের কথা শুনে বিবি হাজেরা বললেন, যদি আল্লাহ তায়ালা সত্যিই এই আদেশ দিয়ে থাকেন তবে তো তা খুব দ্রুতই বাস্তবায়ন করতে হবে!
শয়তান এবার নিরাশ হয়ে বাবা-ছেলের পিছনে লাগলো। মক্কা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে শয়তান ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম বুঝে ফেলায় সে পিছু হটে।
তারপর জামারায়ে আকাবার নিকট সে এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করে রাস্তা আটকিয়ে দেয়। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাকবির দিয়ে সাতটি পাথর ছুঁড়ে মারেন। আবারো জামারায়ে উসতায় একইভাবে রাস্তা আটকিয়ে দিলে হযরত ইসমাইল আলাইহিসালাম তাকবির দিয়ে সাতটি পাথর ছুঁড়ে মারেন। তৃতীয় বার শয়তান জামারায়ে উলার নিকট রাস্তা অবরোধ করলে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আবারও পাথর ছুঁড়ে মারেন। এতে শয়তান ব্যর্থ হয়ে দূর হয়ে যায়। তারপর বাবা-ছেলে জবাইয়ের জায়গায় পৌঁছে যান।

## কুরবানির প্রস্তুতি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান :

জবাইয়ের জায়গায় পোঁছে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম ছেলেকে উল্টো করে শুইয়ে দেন। কেননা সন্তানের চেহারা সামনে পরলে পিতৃসুলভ স্বভাব প্রকাশ পেয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে দ্বিধা জাগতে পারে।
কোরআনে এসেছে -

فَلَمَّآ اَسۡلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ

অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে কাত করে শুইয়ে দিল (সুরা সফফাত, আয়াত ১০৩)

উল্টো করে শুইয়ে দেয়ার আরো কারণ হচ্ছে উভয়ে মুখোমুখি থাকলে ছুরি দেখে ইসমাইল আলাইহিসালাম ভয় পেয়েও যেতে পারেন। তাই তিনি নিজে বাবাকে বলেন, আমাকে উপুর করে শুইয়ে দিন। অতপর ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাঁকে এভাবে উপুর করে শুইয়ে দিয়ে ছুরি চালান। কিন্তু বারবার ছুরি চালানোর পরেও ইসমাইল আলাইহিসালাম এর গলা কাটছিলো না। এমন সময় আসমান থেকে আওয়াজ আসে, তুমি আদিষ্ট বিষয় বাস্তবায়ন করে ফেলোছো!
কোরআনে এসেছে -

وَ نَادَيۡنٰهُ اَنۡ يّٰۤاِبۡرٰهِيۡمُ. قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا ۚ

তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, ‘হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। (সুরা সফফাত, আয়াত ১০৪-১০৫)

এমনকি ইসমাইল আলাইহিসালাম এর পরিবর্তে আসমান থেকে কোরবানির উদ্দেশ্যে একটি দুম্বা নামানো হয়।

وَ فَدَيۡنٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيۡمٍ

আর আমি তার পরিবর্তে যবেহযোগ্য এক মহান জন্তু দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিলাম। (সুরা সফফাত, আয়াত ১০৭)

এখানে এই পশুকে মহান বলা হয়েছে কেননা এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে এবং এটি এক মহান পয়গম্বরের পরিবর্তে জবাই করা হবে। এতে বাব-ছেলে উভয়েই খুশি হলেন এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। স্বপ্নের মাধ্যমে ছেলেকে জবাই করার আদেশ মুলত ছিলো বাবা-ছেলের এক প্রকার পরীক্ষা, জবাই করা মূল উদ্দেশ্য ছিলোনা।

তাফসিরে রুহুল বয়ানে আছে, এখানে বলা যেতে পারে, দুম্বাকে হযরত ইসমাইল আলাইহিসালাম এর আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। দুম্বা ও হযরত ইসমাইল আলাইহিসালাম এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, দুম্বা সর্বদাই জবাইয়ের জন্য প্রস্তাত থাকে। একে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে জবাই করা। কিন্তু অন্যান্য পশু যেমন গরু, উট এগুলো সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য চড়া; যানবাহন হিসেবে ব্যবহার করা।

## কুরবানির গুরুত্ব ও ফজিলত :

কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন -

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যে সমস্ত জন্তু তিনি রিযক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও। (সুরা হজ, আয়াত ৩৪)

আরো ইরশাদ করেছেন -

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

আল্লাহর কাছে ওগুলোর না গোশত পৌঁছে, আর না রক্ত পৌঁছে বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, কাজেই সৎকর্মশীলদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। (সুরা হজ, আয়াত ৩৭)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘কোরবানির দিন কোরবানির চেয়ে উত্তম কোনো আমল আল্লাহর কাছে নেই।’

# কুরবানির প্রকারভেদ :

কুরবানি প্রধানত দুই প্রকার :

(১) ওয়াজিব কুরবানি

(২) নফল কুরবানি

ওয়াজিব কুরবানি আবার চার প্রকার :

ক. মান্নতের কুরবানি অর্থাৎ কেউ কুরবানির মান্নত করলে সে ধনী হোক বা গরীব তার জন্য কুরবানি দেয়া ওয়াজিব।

খ. ওসিয়তকৃত কুরবানি অর্থাৎ কোনো মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করে গেলে এবং সেই পরিমাণ সম্পদ রেখে গেলে ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ওয়াজিব।

গ. কোনো গরীব লোক কুরবানির নিয়তে কোনো পশু কিনলে তা কুরবানি করা ওয়াজিব।

ঘ. মুসলমান নারী বা পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হয়ে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে এবং মুসাফির না হলে তার পক্ষে কুরবানি করা ওয়াজিব।

## কুরবানির নেসাব :

যাকাতের নেসাব যা, কুরবানির নেসাবও তাই। তবে কুরবানির নেসাবের ক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় আসবাবপত্র ব্যাতিত অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আসবাবপত্র, সৌখিন জিনিসপত্র, খোরাকি বাদে অতিরিক্ত জায়গা-জমি, খালি ঘর বা ভাড়া ঘর (ভাড়ার উপর জীবিকা নির্ভরশীল না হলে) এসব কিছুর মূল্যও কুরবানির নেসাবের অন্তর্ভুক্ত।

সাড়ে বায়ান্ন ভড়ি রুপা বা সাড়ে সাত ভড়ি সোনা অথবা সব মিলিয়ে সাড়ে বায়ান্ন ভড়ি রুপার সম মূল্য হলে এবং তা জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখ তার কাছে স্থানী হলে সেই ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর স্থানী হওয়া আবশ্যক নয়।

## কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্ত :

কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৬টি:

১. মুসলিম হতে হবে

২. স্বাধীন হতে হবে

৩. স্থায়ী অধিবাসী হওয়া (মুসাফির না হওয়া)

৪. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া

৫. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

৬. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া

## কুরবানির মেয়াদ :

কুরবানির একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। এটি সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ইবাদাত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে কুরবানি করলে তা আদায় হবে না। কুরবানির সময়সীমা **১০, ১১, ১২**ই জিলহজ্জ। কারো কাছে যদি **১০, ১১** তারিখ নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে এমনকি **১২** তারিখ সারাদিন অতিবাহিত হয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে কেউ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলেও তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যাবে।

# কুরবানির উত্তম সময় :

প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ তারিখে কুরবানি করা সবচেয়ে উত্তম; এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। দিনে বা রাতে কুরবানি করা জায়েজ আছে তবে দিনে কুরবানি করাই ভালো। কেননা রাতের বেলা আলো স্বল্পতার কারণে পশু জবাইয়ে ত্রুটি হতে পারে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। যেসব এলাকার লোকদের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব তাদের জন্য ১০ই জিলহজ্জ ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানি করা জায়েজ নাই। তবে বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো কারণে ঈদের জামাত না হলে নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুরবানি করতে হবে। এসম্পর্কে বুখারী মুসলিমে হযরত বারা বিন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে -

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِه,, وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُه'' وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ تَابَعَه

'যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করবে সেটা তার নিজের জন্য সাধারণ জবাই হবে। আর যে সালাতের পরে বা খুতবার পরে জবাই করে তার কুরবানি পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' (সহীহ বুখারী, ৫৫৫৬)

# বিভিন্ন মাজহাবে কুরবানি :

কুরবানি ইসলামি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ের আলোকেও এর বৈধতা প্রমাণিত।
হাদিস শরীফে এসেছে, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর যখন থেকে কুরবানি শুরু করেন, তারপর আর কখনো বাদ দেননি। কোনো ঈদুল আজহার সময় কুরবানি না করে থাকেন নি।' (জামে তিরমিজি ১/১৮২)

কুরবানি কি সুন্নত নাকি ওয়াজিব এই নিয়ে মুজতাহিদ ফকিহদের মাঝে মতভেদ আছে।
প্রথম মত: বেশিরভাগ ফকিহ ইমামের মতে সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কুরবানি ওয়াজিব। ইমাম আওযায়ি, ইমাম লাইস, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রমুখের মত এটাই। এর উপরই হানাফী মাজহাবের ফতোয়া। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ।) এর মতেও কুরবানি ওয়াজিব।

দ্বিতীয় মত: কুরবানি হচ্ছে সুন্নাতে মিয়াক্কাদা। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইবনে কুদামা, ইবনে হাযম (রহি.) এর ম মতে কুরবানি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিকের মতেও কুরবানি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

কিন্তু এমতেই প্রবক্তারা আবার বলেছেন যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি পরিত্যাগ করা মাকরুহ। যদি কোনো জনপদের লোকেরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি পরিত্যাগ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

কুরআন - সুন্নাহের আলোকে কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দলিল -
সুরা কাউসারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। অতএব আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।
মুফাসসিরে কেরাম বলেছেন, এই আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই, ইদের নামাজ পড়ুন ও কুরবানি করুন।
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কুরবানি করেছেন এবং কুরবানি করার নির্দেশ দিয়েছেন।
হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করল না সে যেন আমার ইদগাহের কাছেও না আসে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার দশ বছরের প্রতি বছরই কুরবানি করেছেন। ( জামে তিরমিজি, হাদিস ১৫০৭)
কুরবানিকে আল্লাহ তায়ালা নামাজের সাথে যুক্ত করেই পেশ করেছেন, যা ওয়াজিব হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।
তাই কুরবানি সুন্নাত বা ওয়াজিব যাই হোক না কেন এর থেকে পালিয়ে থাকার উপায় নাই।

## ইসলাম বিদ্বেষিদের অর্থনৈতিক প্রশ্ন ও জবাব :

মানুষ যখন ধর্ম বিমুখ হয়ে শুধু জাগতিক ও বস্তুগত চিন্তা চেতনায় ডুবে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অনেক ইবাদতই তাদের কাছে অহেতুক ও খামোখা মনে হয়। অনেক ইসলাম বিদ্বেষিই বলে, কুরবানির এই তিন দিনে হাজার হাজার পশু কুরবানি করে এদের গোশত খাওয়া ছাড়া আর কিই বা ফায়দা হয়, বরং অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, পশুর সংকট দেখা দেয়।
মানুষের রুটি-রুজির তখনই শান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে ব্যবস্থা হবে যখন মানুষ মানবিক হবে, চারিত্রিক দিক দিয়ে সুন্দর হবে। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে দেখা যায়, মানুষের চরিত্র ও কাজের সংশোধনের জন্য আল্লাহর ভয় ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের স্প্রিহা থাকা খুবই জরুরি। কুরবানি বন্ধে কোনো কল্যান নেই, বরং মানুষের সত্যিকার কল্যান হলো তাদেরকে আত্মত্যাগের মহিমায় উচ্ছ্বসিত করতে। কুরবানির উদ্দেশ্য কখনই গোশত খাওয়া নয়। এটি শরিয়তের বিধান এবং ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এর একটি সুন্নত। কুরআনে এসেছে -

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কুরবানির উদ্দেশ্য গোশত খাওয়া নয়, তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে এই উম্মতের জন্য তা হালাল করে দিয়েছেন।
আর যদি জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয়ের কথাই আসে তবে তা অন্য ভাবেও করা যায়, কুরবানি বন্ধ করে নয়। যেমন, কারো সামর্থ্য আছে বড় পশু কেনার কিন্তু সে ছোট কোনো পশু কিনে কুরবানি করলো বাকি টাকা জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয় করলো।
অন্যদিকে লাখ লাখ পশু হত্যার যে কথা আসে এবং বলা হয় এর ফলে নাকি সারা বছর গোশতের সংকট দেখা দেয়। আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে, পৃথিবীতে যখন কোনো জিনিসের প্রয়োজন

বেড়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা এর উৎপাদন বেড়ে দেন। আবার প্রয়োজনীতা কমে গেলে উৎপাদন কমিয়ে দেন। আগের যুগে যে পরিমান পশু কুরবানি করা হতো এখন তো তা অনেকাংশেই কম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একবার একশো উট কুরবানি দিয়েছিলেন। তেষট্টিটি নিজ হাতে কুরবানি করেছেন। এখন পর্যন্ত কোনো যুগেই শোনা যায়নি যে, পশু পাওয়া যাচ্ছে না বা পশু সংকট দেখা দিয়েছে। কেউ যদি কুয়োর পানির উপর দয়া করে পানি তোলা বন্ধ করে দেয় তাহলে কি পানির প্রবাহ বেশি হয়ে যাবে; বরং পানি এক সময় শুকিয়ে যাবে। আগে যেমন বাহন হিসেবে উট, ঘোড়া ব্যবহার করা হতো এখন তা হয়না তাই এদের উৎপাদনও কমে গেছে।

## কুরবানির পশুর বয়স :

উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ। এসব গৃহপালিত পশু ব্যতিত অন্য পশু অথবা বন্যপ্রাণী দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ নেই।

উটের বয়স কমপক্ষে ৫ বছর হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছর এবং ছাগল, ভেড়া, দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কম হয়, কিন্তু স্বাস্থ্য এমন হয় যে দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তবে তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ আছে। তবে অবশ্যই কমপক্ষে ৬ মাস বয়স হতে হবে। আর ছাগলের ক্ষেত্রে বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো ভাবেই কুরবানি আদায় হবে না।

**পশুর যেসব ত্রুটি থাকলেও কুরবানি দেওয়া যাবে :**

১. পশু পাগল, তবে ঘাস-পানি ঠিকমতো খায়;
২. লেজ বা কানের কিছু অংশ কাটা, তবে বেশিরভাগ অংশ আছে;
৩. জন্মগত ভাবে শিং নেই;
৪. শিং আছে, তবে ভাংগা;
৫. কান আছে, তবে ছোট ;
৬. পশুর একটি পা ভাংগা, তবে তিন পা দিয়ে সে চলতে পারে;
৭. পশুর গায়ে চর্মরোগ;
৮. কিছু দাঁত নেই, তবে বেশিরভাগ দাঁত আছে;
৯. স্বভাবগত এক অণ্ডকোষবিশিষ্ট পশু;
১০. পশু বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বাচ্চা জন্মদানে অক্ষম;
১১. পুরুষাঙ্গ কেটে যাওয়ায় সঙ্গমে অক্ষম।

যথা সম্ভব ত্রুটিমুক্ত পশু দ্বারা কুরবানি দেওয়া উত্তম, ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানি দেওয়া অনুচিত।

## পশুর যেসব ত্রুটি থাকলে কুরবানি জায়েজ হবেনা :

১. যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না এমন পশুর কুরবানি জায়েজ নেই।

২. এমন শুকনো দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ নেই।

৩. যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এতো বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবিয়ে খেতে পারেনা এমন পশু দ্বারাও কুরবানি করা জায়েজ নেই।

৪. যে পশুর শিং একেবারেই গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যেকারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশু দ্বারা কুরবানি দেওয়া জায়েজ নেই।

৫. যে পশুর লেজ কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা সে পশুর কুরবানি জায়েজ নয়।

৬. যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু কুরবানি করা জায়েজ নেই।

কুরবানির পশু বড় ধরনের দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে। হাদিসে এসেছে, ‘চার ধরনের পশু যা দিয়ে কুরবানি জায়েজ হবেনা। অন্ধ– যার অন্ধত্ব স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত — যার রোগ স্পষ্ট, পঙ্গু — যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট ও আহত, যার কোনো অঙ্গ ভেঙে গেছে।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১৪৪)

## পশু জবাইয়ের সুন্নত পদ্ধতি :

মানবজীবনে আমাদের সকল ক্ষেত্রেই সুন্নত তরিকা অনুসরণ করা উচিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুই শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তেমনি কিভাবে কুরবানি করতে হবে তার সুন্নত পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। পশু জবাইয়ের সুন্নত পদ্ধতি নিম্নরুপ -

১. পশু জবাইয়ের সময় 'بِسمِ الله': বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করা। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলেই ছুরি চালানো শুরু করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যেন পশু জবাই করা না হয়।

২. পশু জবাই করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পশুর খাদ্যনালী, শ্বাসনালী আর দুই পাশে থাকা দুটি নালী কাটা হয়। এই নালীগুলো কাটা হয়ে গেলেই পশু জবাই হয়ে যাবে।

৩. পশু জবাইয়ের ছুরি অবশ্যই ভালো করে ধার দিয়ে নিতে হবে যাতে পশুর কষ্ট না হয়। একই ছুরি দিয়ে একাধিক কুরবানি করলে ছুরির ধার কমে যায় তাই ছুরি ধার দিয়ে নেওয়া উত্তম।

হাদিসে এসেছে -

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''পশু জবেহ করার আগে ছুরি-চাকুতে ভালোভাবে ধার দিয়ে নাও।'' (সহিত মুসলিম)

৪. পশুর সামনে ছুরি-চাকুতে ধার না দেওয়া। এক পশুর সামনে অন্য পশুকে জবাই না করা। এতে পশু ভয় পেয়ে যেতে পারে।

৫. কুরবানি করার সময় বাম কাতে শোওয়াতে হবে, এসময় পশুর পাগুলো থাকবে পশ্চিম দিকে।

৬. কুরবানির পশু জবাই করার সময় শোয়ানোর পর দোয়া পড়া। তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করলেও কুরবানি হয়ে যাবে। দোয়াটি হচ্ছে -

اَللَّهُمَّ إُنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فطَرَ اسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَي مِلَّةِ اِبْرَاهُيْمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - بِسْمِ اللهِ اَللهُ اِكبَر - اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ

(আবু দাউদ : ২৭৯৫)

৭. কেউ এই দোয়াটি না পারে তাহলে ছোট্ট এই অংশটুকু পড়লেই হবে -

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اِكبَر - اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ

৮. নিজের পশু নিজে কুরবানি করলে পশু জবাইয়ের সময় এই দোয়া পড়া -

اَللهُمَّ تَقَبَّلْ لَهُ مِنِّى كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مَحَمّدٍ وَّ خَلِيْلِكِ اِبْرَاهِيْم

৯. অন্য কেউ কুরবানি করলে বা অন্য কারো পশু কুরবানি করলে এই দোয়া পড়া -

اَللهُمَّ تَقَبَّلْ لَهُ مِنِكَ-مِنْكُمْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مَحَمّدٍ وَّ خَلِيْلِكِ اِبْرَاهِيْم

উল্লেখ্য, যদি কেউ একাকি কোরবানি দেয় এবং নিজে জবাই করে তবে বলবে মিন্নি; আর অন্যের কোরবানির পশু জবাই করার সময় 'মিনকা-মিনকুম' বলে যারা কোরবানি আদায় করছে তাদের নাম বলা।

## কুরবানির পশু থেকে উপকৃত হওয়ার বিধি-বিধান :

কুরবানির পশু নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, পশু কেনা হয়ে গেলে এর থেকে কোনোভাবে উপকৃত হওয়া জায়েজ নেই। এর দ্বারা হালচাষ করা, এতে আরোহন করা, এর দুধ দোহন করা, পশম কাটা এসব নাজায়েজ। তবে যদি এই পশুর পশম কাটা হয় বা এর দ্বারা হালচাষ করা হয়, তবে এর মূল্য সদাকা করে দিতে হবে। কুরবানির পশুর দুধ পান করা যাবেনা। যদি জবাইয়ের সময় চলে আসে এবং দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবেনা তাহলে দুধ দোহন করবে না, ওলানে ঠান্ডা পাজি ছিটিয়ে দিলে দুধের চাপ কমে যাবে। আর যদি না জানার কারণে দুধ দোহন করে ফেলে তবে তা সদাকা করে দেবে। নিজে পান করে থাকলে দুধের মূল্য সদাকা করে দেবে। কুরবানির পশু যদি জবাইয়ের পূর্বে বাচ্চা জন্ম দেয় তবে সেই বাচ্চা জবাই না করে সদাকা করে দেয়া উত্তম। যদি সদাকা না করে তবে কুরবানির পশুর সাথে বাচ্চাকেও জবাই করবে এবং গোশত সদাকা করে দেবে। কুরবানির উদ্দেশ্যে কেনা পশু বিক্রয় করা উচিত নয়। তবে বিক্রি করে ফেলে এবং কম মূল্যের পশু খরিদ করে কুরবানি করে তবে বিক্রিত পশু থেকে যা লাভ আসবে তা সদাকা করে দিতে হবে।

## কুরবানির গোশতের আহকাম :

কুরবানির গোশত খাওয়া এবং অন্যকে দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ

যেন তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও'। (সুরা হজ্জ, আয়াত ২৮)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন -

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ

যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। (সুরা হজ্জ, আয়াত ৩৬)

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে বোঝা যায়, কুরবানির গোশত নিজে খেতে পারবে, আত্নীয়-স্বজনদের মধ্যে যার চায় না তাদেরও দেয়া যাবে এবং অভাবগ্রস্থ তারাও খেতে পারবে।

কুরআন কারিমের উল্লেখিত আয়াতদ্বয় থেকে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে কুরবানির গোশতকে তিনভাগ করতে হবে।

ইমাম আহমাদ র. বলেন : আমাদের অভিমত হলো আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর হাদিস : "সে নিজে এক তৃতীয়াংশ খাবে, এক তৃতীয়াংশ খাওয়াবে (যে চায়), আর এক তৃতীয়াংশ গরিব মিসকিনদেরকে দান করে দেবে।"

কুরবানির গোশত কুরবানিদাতা ৩ ভাগে ভাগ করেন -

১. নিজেদের জন্য রাখবে আহার করার জন্য

২. আত্নীয়-স্বজনদের একভাগ দেবে

৩. যারা অভাবি বা গরিব-মিসকিনদের একভাগ দেবে।

যদি কেউ তিনভাগ করার ক্ষেত্রে কমবেশি করে বা তিনভাগ না করে তবেও কুরবানি হয়ে যাবে। তবে বেশিরভাগ ইসলামিক স্কলারদের মতে কুরবানির গোশত তিনভাগে ভাগ করা মুস্তাহাব এবং এটাই উত্তম।

আবার অনেক এলাকায় সমাজের একভাগ নামে কুরবানির গোশত এক জায়গায় বা মসজিদে জমা করে গরিব-মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে। এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ, এতে করে সমাজের সব গরিব-দুঃখী কমবেশি গোশত পেয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে একটি অসুবিধা হচ্ছে কেউ হয়তো তার পরিচিত কোনো গরিব-দুঃখীকে দেবেন বা খাওয়াবেন বলে সংরক্ষণ করতে চান তা অনেক সময় হয় না। আবার তিন ভাগের একভাগ হয়তো পুরোপুরি গরিব-

দুঃখীকে না দিয়ে কিছুটা কম-বেশি দেবেন এই স্বাধীনতা থাকে না অথচ ইসলাম তাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছে। অনেক সময় সমাজের নিয়ম বলে লজ্জায় পরে যান, বাধ্য হয়ে দিতেই হয়। মনে সন্তুষ্টিতে না দিয়ে সমাজের নিয়মের চাপে পরে দিলে সেটিও আবার জায়েজ হবেনা। তাই ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী যার যার জায়গা থেকে কুরবানির গোশত তিন ভাগ করা যেতে পারে।

## কুরবানির পশুর চামড়ার আহকাম :

কুরবানির পশুর চামড়া দান করে দেয়া উত্তম। তবে কোরবানিদাতা চাইলে তা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য খরচ করতে পারবেন না। বিক্রি করলে এর মূল্য গরিব, এতিম, মিসকিনদের মাঝে দান করে দিতে হবে।

يكر هله ان الجلد فان فعل ذلك تصدق بثمنه

কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করা মাকরুহ। তবে যদি বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য সদাকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৫ পৃষ্ঠা: ৩০১)

ان النبي صلي الله عليه وسلم قال : وتَمتَّعُوا بجلودها ولا تبيعوها

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমারা কুরবানির পশুর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও, বিক্রি করে দিও না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ খ:৪ পৃ: ২৯)

অন্য হাদিসে এসেছে -

أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা হতে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছুই না দেয়া হয়। (১৭০৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৫৯৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৬০৬)

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন -

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ الۡعٰمِلِیۡنَ عَلَیۡهَا وَ الۡمُؤَلَّفَۃِ قُلُوۡبُهُمۡ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الۡغٰرِمِیۡنَ وَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ؕ فَرِیۡضَۃً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ

নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, কুরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করলেও এর মূল্য সদাকা করে দিতে হবে, নিজের প্রয়োজনে খরচ করা যাবে না।

## কুরবানির চামড়া সংক্রান্ত মাসয়ালা :

১. কুরবানির চামড়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েজ। যেমন - জায়নামাজ, কিতাব বাধাঁই করা, মটকা, দস্তরখানা, মোজা, জুতা, বালতি এসব কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে তা ভাড়া দেয়া যাবে না। ভাড়া দিলে এর অর্থ সদাকা করে দিতে হবে।
২. চামড়া বা তা দিয়ে তৈরি জিনিস কাউকে বিনিময় ছাড়া হেবা করে দেয়া যাবে। সে যেই হোক না কেন বিনিময় ছাড়া দেয়া জায়েজ আছে।
৩. ইমাম-মোয়াজ্জিনকে সেবার বিনিময়ে চামড়া দেয়া জায়েজ নেই। তবে যেকোনো বিনিময় ছাড়া দেয়া জায়েজ আছে।
৪. কুরবানির পশু জবাইকারীকে পারিশ্রমিক হিসেবে চামড়া দেয়া জায়েজ নেই।
৫. চামড়া মাদরাসার গরিব-অসহায় ছাত্রদেরকে দেয়া যাবে এবং এটিই সবচেয়ে উত্তম। এতে সদাকার সোয়াবের পাশাপাশি দীনিইলম বাঁচিয়ে রাখারও সোয়াব পাওয়া যায়। তবে মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন হিসেবে দেয়া যাবে না।
৬. অনেক সময় কিছুলোক এমনভাবে চামড়া খুলে যাতে চাকু ঢুকে চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যায় অথবা চামড়ায় গোশত থেকে যায়। এতে করে চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অনেকে চামড়া ঠিকমতো হেফাজত করে না। এতে করে চামড়ার দাম ও মান উভয়টিই কমে যায়, এগুলাও এক ধরনের অপচয়। এজন্য চামড়া ঠিকঠাক মতো ছিলতে হবে এবং এর হেফাজত করতে হবে।
৭. যৌথ কুরবানির চামড়ায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী মালিক হবে। তাই অন্য অংশীদারের অনুমতি ছাড়া যেকোনো একজনের কাছে রেখে দেয়া বা কাউকে দিয়ে দেয়া বা বিক্রি করা জায়েজ হবেনা।
৮. যদি কোনো শরিক অন্যদের অংশের চামড়া কিনে নেয় তবে সে তার ব্যক্তিগত কাজে সেই চামড়া ব্যবহার করতে পারবে; কিন্তু চামড়া যদি বিক্রি করে দেয় তাহলে নিজের অংশের টাকা সদাকা করতে হবে, বাকি অংশের টাকা সদাকা করা ওয়াজিব নয়। সেই অংশের টাকা সে নিজ প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে।

## শরীকানা কুরবানি :

ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এগুলোর ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি শরিক হওয়ার সুযোগ নেই। তবে গরু, মহিষ, উট এই তিন পশুতে সর্বোচ্চ সাত ভাগ পর্যন্ত অংশীদার হতে পারে। তবে কেউ দেড়, আড়াই এভাবে অংশীদার হতে পারবে না।

**শরীকানা কুরবানির মাসআলা :**

১. শরীকানা কুরবানির ক্ষেত্রে প্রত্যেকের গোশত বন্টনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে মেপে বন্টন করতে হবে, অনুমান করে মাপলে হবে না।

২. শরীকানা কুরবানির ক্ষেত্রে দেখতে হবে কাদের সাথে শরীক হচ্ছেন। কোনো সুদ ও ঘুসখোরের সাথে কুরবানিতে সামিল হওয়া যাবেনা। কেউ যদি সুদ বা ঘুসের টাকা দিয়ে কুরবানিতে শামিল হয় তবে তার কুরবানি হবে না, এমনকি বাকি শরীকদেরও কুরবানি হবেনা।

৩. কেউ যদি লোক দেখানো বা গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানি দেয় তাহলে কুরবানি হবে না, বাকি শরীকদেরও কুরবানি আদায় হবে না।

## কাযা কুরবানি আদায়ের বিধান :

যদি কারো পূর্বের কোনো কুরবানি কাযা থাকে তবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে আর কুরবানি করার প্রয়োজন নেই। উক্ত কুরবানির মূল্য সদাকা করে দিলেই কুরবানি আদায় হয়ে যাবে।

**কুরবানির পরিবর্তে দান-সদাকা করার বিধান :**

কুরবানির দিন চলে গেলে বা অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে নির্দিষ্ট দিনে কুরবানি করতে না পারলে কুরবানির পশু বা এর দাম ফকির-মিসকিনদের মাঝে দান করে দেয়া ওয়াজিব, কিন্তু কুরবানির দিন চলমান অবস্থায় কুরবানি না করে এর দাম সদাকা করলে কুরবানি আদায় হবেনা। এতে বরং গুনাহ হবে। কেননা কুরবানি একটি আলাদা ইবাদাত। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত একটি অন্যটি দিয়ে আদায় হয়না; তেমনি কুরবানির বদলে দান-সদাকার মাধ্যমে কুরবানি আদায় হবেনা।

**কুরবানি সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসয়ালা :**

**১. পশু কেনার পর ক্ষতিগ্রস্ত হলে -**

কুরবানির পশু সুস্থাবস্থায় কেনার পর যদি কোনো ভাবে পশুটি এমন ক্ষতির শিকার হয়, যা কুরবানির জন্য বাধাস্বরূপ ; এ অবস্থায় কুরবানিদাতা স্বচ্ছল হলে এই পশুর পরিবর্তে আরেকটি পশু কিনে কুরবানি দিতে হবে। তবে কুরবানিদাতা অস্বচ্ছল হলে এই পশু দিয়েই কুরবানি হবে।

**২. পশু কেনার পর হারিয়ে গেলে বা মরে গেলে -**

কারো উপর যদি কুরবানি ওয়াজিব হয় এবং সে যদি কুরবানির পশু কেনার পর পশুটি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় অথবা মরে যায়, তবে তাকে আরেকটি পশু কিনে কুরবানি করতে হবে। দ্বিতীয় পশু কুরবানি করার পর যদি প্রথম পশুটি পাওয়া যায়, তাহলে সেটিইও কুরবানি করে দেয়া ভালো। অন্যদিকে লোকটি যদি গরিব হয় যার উপর কুরবানি ওয়াজিব নয়, সে যদি নফল কুরবানির জন্য পশু কিনে থাকে তবে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যায়। এ অবস্থায় যদি পশুটি মারা যায় বা হারিয়ে যায় তবে তার ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি দ্বিতীয় পশু ক্রয় করে এবং তারপর প্রথম পশুটিও ফিরে পায় তাহলে তাকে দুটি পশুই কুরবানি করতে হবে। কেননা যে গরিব মানুষ, যার নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই; সে যদি কুরবানির নিয়তে পশু কেনে তবে তা মানত হয়ে যায়। আর মানত পুরা করা ওয়াজিব। গরিব মানুষ যতগুলো পশু কিনবে, সবগুলোই কুরবানি করতে হবে।

**৩. পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে -**

কেউ যদি কুরবানির জন্য নির্দোষ পশু কেনে, কেনার পরে তাতে দোষ তৈরি হয় যার কারণে তা দিয়ে কুরবানি আদায় হয়না, তাহলে দেখতে হবে তার মানর ছিলো কি না। যদি মানতের কুরবানি হয় তবে তাকে আরেকটি পশু কিনে কুরবানি করতে হবে; এক্ষেত্রে কুরবানিদাতা ধনী হোক বা গরিব হোক তাতে কোনো ফারাক নেই। আর যদি মানত না হয় এবং লোকটি গরিব হয় তবে এই পশু দিয়েই কুরবানি হবে। কিন্তু ধনী হলে নির্দোষ পশু কিনে কুরবানি দিতে হবে।

**৪. নপুংসক ছাগলের কুরবানি -**

নপুংসক ছাগলের কুরবানি জায়েজ নেই। কোনো ছাগল দেখতে ছাগলের মতো দেখা গেলেও তা বকরিও নয় আবার পাঠাও নয় তা দিয়ে কুরবানি জায়েজ নেই। আর যদি খাসি হয় তাহলে জায়েজ আছে।

**৫. ওলানে দুধ না আসলে বা ওলান কাটা হলে -**

গাভী, মহিষ, উটনী ইত্যাদির দুই ওলান দিয়ে দুধ না আসলে তা দিয়ে কুরবানি জায়েজ নেই। আবার ওলান কাটা থাকার কারণে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে না পারলে সেই পশু দিয়েও কুরবানি জায়েজ নেই।

আবার এসব পশুর এক ওলান শুকিয়ে গেলে তা দিয়ে কুরবানি জায়েজ, কিন্তু দুটি ওলানই শুকিয়ে গেলে তা দিয়ে কুরবানি হবেনা।

**৬. বন্ধা পশুর কুরবানি -**

বন্ধা পশুর কুরবানি জায়েজ। বন্ধা হওয়া কুরবানির জন্য কোনো দোষ নয়। বরং বন্ধা পশু মোটাতাজা হয় এবং এর গোশতের মানও ভালো হয়। বয়স বেশি হওয়ার কারণে যদি পশু বাচ্চা না দেয়, সেই পশু দিয়েও কুরবানি জায়েজ।

**৭. কুরবানিদাতা মারা গেলে -**

সাতজন মিলে একটি বড় পশু কেনার পর কুরবানির আগেই একজন মারা গেলে, মৃতের ওয়ারিসরা যদি শরিকদেরকে কুরবানি করার অনুমতি দেয় তাহলে কুরবানি হয়ে যাবে। কিন্তু শরিকরা যদি ওয়ারিসের অনুমতি ছাড়াই কুরবানি করে ফেলে তাহলে মৃতের কুরবানিও হবে না, তাদের নিজেদেরও কুরবানি হবেনা।

কোনো নেসাবওয়ালা ব্যক্তি যদি কুরবানির দিন মারা যায়, তবে তার উপর কুরবানির ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে।

**৮. পরিবারের সবার তরফ থেকে কুরবানি-**

পরিবারের সবার উপর কুরবানি ওয়াজিব হলে, শুধু একজনের কুরবানি সবার পক্ষে যথেষ্ট হবেনা। বকরির দাম বেশি হলে একটি বড় পশু কিনে কুরবানি করবে।

**৯. মানতের কুরবানি -**

কেউ মানত করলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ধনী গরিব কোনো ভেদাভেদ নেই। মানতকারী ধনী হলে দুইটি কুরবানি করবে, একটি মানতের অন্যটি নেসাবের কারণে ওয়াজিব কুরবানি। গরিব হলে একটি কুরবানি করবে, শুধু মানতের কুরবানি।

**১০. গরীব ব্যক্তির কুরবানি -**

কোনো ধনী ব্যক্তি যদি এই নিয়তে কুরবানির পশু কেনে যে আমি এটিই কুরবানি করবো, তার জন্য পশুটি এমনভাবে নির্ধারিত হয়না যে সেটিই কুরবানি করতে হবে। অন্যকোনো পশু কুরবানি করলে হবে না। তবে প্রয়োজন ছাড়া তা বদলালে মাকরুহ হবে, তবে যদি তা দোষযুক্ত হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তাহলে পশু বদলানো ওয়াজিব।

**১১. সম্পদওয়ালা ব্যক্তি কুরবানির আগে গরিব হয়ে গেলে -**

একজন সম্পদশালী ব্যক্তি যদি কুরবানির জন্য পশু কেনে, কিন্তু কুরবানির আগে সে গরিব হয়ে যায় তাহলে তার জন্য কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। সে চাইলে পশু বিক্রি করে তার প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। আবার যদি কুরবানির শেষদিনও সে নেসাবের মালিক হয়ে, তাহলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। সে চাইলে তার কেনা আগের পশুটি দিয়েও কুরবানি করতে পারবে, আবার অন্য কোনো পশু দিয়েও কুরবানি করতে পারবে।

**১২. কুরবানির পশু পায়খানা বা শুকরের দুধ খেলে -**

যে পশু পায়খানা খায় তা বেঁধে না রাখলে এর দ্বারা কুরবানি দেয়া জায়েজ হবে না। কয়দিন বেঁধে রাখার পর যদি পায়খানা খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে কুরবানি হবে। উট হলে চল্লিশ দিন; গরু, মহিষ বিশদিন; ভেড়া, বকরি, দুম্বা হলে দশদিন বেঁধে রাখার পর কুরবানি করতে হবে।

যে বকরি শুকরের দুধ খেয়ে বড় হয় তা দিয়ে কুরবানি জায়েজ, তবে কুরবানি দেয়ার আগে কিছুদিন লতাপাতা খেতে দিতে হবে। তাহলে নাপাক দুধের প্রভাব শেষ হয়ে যাবে।

**১৩. চুরি করা পশুর ক্ষেত্রে -**

যদি কোনো ব্যক্তি চোরের কাছ থেকে পশু ক্রয় করে, তবে সে পশু দিয়ে কুরবানি হবে না। আরেকটি পশু কিনে কুরবানি করতে হবে। যদি পশুর আসল মালিককে পাওয়া যায় এবং সে অনুমতি দেয় তাহলে সেই পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ।

**১৪. গর্ভবতী পশুর কুরবানি -**

গর্ভবতী পশু জবাই করা জায়েজ। তবে যদি বাচ্চাদানের একেবারে কাছাকাছি সময়ে উপনিত হয়ে যায় তবে তা জবাই করা মাকরুহ হবে। পেট থেকে যদি মরা বাচ্চা বের হয় তাহলে তা একেবারেই হারাম হবে। আর জীবিত বের হলে জায়েজ ও হালাল হবে।

হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা বকরি জবাই করি। কখনো কখনো বকরির পেটে বাচ্চা থাকে। সেই বাচ্চা কি হালাল নাকি হারাম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমার মন চাইলে তা জবাই করে খেতে পারো। তার মাকে যেভাবে জবাই করেছো, তাকেও সেভাবে জবাই করো।”

বাচ্চা যদি জবাই করা না হয় এবং কুরবানির দিন চলে যায়, তাহলে সেই বাচ্চা সদাকা করে দিতে হবে। আর কুরবানির পরে কোনোদিন জবাই করে খেলে এর দাম সদাকা করে দিতে হবে। এর বাচ্চা যদি পেলে বড় করে কুরবানি দেয় তাহলে তার ওয়াজিব কুরবানি আদায় হবে না। এর গোশত পুরোটাই সদাকা করা ওয়াজিব।

**১৫. শরিক করার অনুমতি দিয়ে অস্বীকার করা -**

কেউ যদি তার কুরবানিতে অন্যজনকে শরিক করার অনুমতি দেয়, মুখে, ইশারায় বা অন্যকোনো ভাবে; অন্যজনও বুঝে নেয় তাকে এই পরিমাণ অংশিদার করা হয়েছে, তাহলে এই অংশ তার হবে যে অংশিদার করতে বলেছিলো। তার আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এমনকি এর দাম তাকেই দিতে হবে।